কঙ্গো নদী
আফ্রিকা
বিশ্বের গভীরতম নদী

পড়াশোনা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১১ জুলাই ২০১৮ দশ

ইংরেজি ভাষাকে সহজে আয়ত্তে আনবে কীভাবে?

রিনি সরকার আচার্য
শিক্ষিকা
আমবাড়ি ফালাকাটা চিন্তামোহন হাইস্কুল
জলপাইগুড়ি

বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইংরেজি একটি অদ্ভুত আতঙ্কের বিষয়, আবার আকর্ষণীয় বিষয়ও বটে। তবে ইংরেজিকে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ছাত্রছাত্রীদের বুঝতে হবে যে, এটি একটি Language বা ভাষা। কাজেই ভাষাটিকে যখন আমরা আয়ত্তে আনতে পারব, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টিও আর আমাদের ভয়ের বিষয় হয়ে থাকবে না। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষাকে ভালোবাসতে পারলে ইংরেজি বিষয়টি আমাদের আয়ত্তের মধ্যে চলে আসবে। তখন এই বিষয়টিকেও আমরা ভালোবাসতে পারব।

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে তোমরা Writing skill– এ প্রশ্ন কমন পাবে, এটা ভাবাই ভুল। কমন পাবে এই আশায় অঙ্কের মতো মুখস্থ না করে যদি তোমরা নিজেদেরকে ইংরেজি ভাষায় নিজের মতো করে বানিয়ে লিখতে পারদর্শী করে তুলতে পারো, তাহলে যেকোনো Writing skill এ–ই ভালো নম্বর তোলা যেতে পারে। তাই তোমাদের ইংরেজিতে Sentence construction–এর ক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ যদি তুমি সঠিকভাবে বাক্য গঠন করতে পারো এবং Writing skill– এর প্রশ্নের উত্তরের নিয়মগুলো তোমার জানা থাকে তাহলে Common না এলেও তোমার ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না। কারণ তখন তুমি নিজের মতো করে উত্তরটি করতে পারবে। তবে শুধু তাই নয়, তোমরা জানো যে, 'Practice makes a man perfect.' অর্থাৎ যত বেশি তোমরা নিজে বানিয়ে লেখার অভ্যাস করবে তত ভুল কম হবে। অঙ্ক যেমন এমন একটি বিষয় যেখানে বোঝার এবং প্রচুর Practice করার গুরুত্বটা বেশি, তেমনি ইংরেজিও। ইংরেজিতে Reading skill, seen, unseen, grammar যত বেশি তোমরা অভ্যাস করবে, ততই বেশি সহজ হয়ে উঠবে। অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা জানা জিনিসটিও পরীক্ষায় বসে ভুলে যায়। সঠিক Wordটি সঠিক সময় মনে না পড়ায় নিজের ভাষায় বাক্য গঠনে বাধা সৃষ্টি হয়। এর কারণ শুধুমাত্র Practice– এর অভাব। অর্থাৎ যত বেশি Practice করবে, তত বেশি Perfect হবে তোমার ইংরেজি।

তোমরা লক্ষ করে থাকবে, তোমাদের অনেকেরই হিন্দি বিষয় ছিল না, অথচ তোমরা অনায়াসেই সঠিক হিন্দি বলতে পারো। এর কারণ মোটেও এটা নয় যে হিন্দি সহজ। আসলে ছোটো থেকেই তোমরা আশেপাশে হিন্দি ভাষার এত ব্যবহার শোনো যে, এই বিষয় তোমাদের কাছে সহজ হয়ে ওঠে। হিন্দি গান, হিন্দি সিনেমা এবং হিন্দিভাষী মানুষের সংস্পর্শে তোমাদের কাছে হিন্দি সহজ ভাষা হয়ে ওঠে। তেমনি তোমাদের আশেপাশে যদি ইংরেজি ভাষার বেশি ব্যবহার থাকত, তবে তোমাদের কাছে এটি সহজ ভাষা হয়ে উঠত। এখনও যদি তোমরা চাও তাহলে ইংরেজি–কে তোমাদের আয়ত্তে আনতেই পারো। যদি দৈনন্দিন জীবনে একটু বেশি করে ইংরেজির ব্যবহার করো তাহলে দেখবে এই ভাষাটা তোমাদের কাছে আর কঠিন নেই। অবসরে ইংরেজি গল্পের বই পড়ো, ইংরেজি সিনেমা দেখো। সিনেমায় ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে না পারলে Subtitle–এর দিকে একটু নজর দিলেই দেখবে অল্প অল্প করে বুঝতে পারছ। প্রায় সবার হাতেই Smart Phone রয়েছে বা Mobile –এ Dictionary রয়েছে। অথচ অনেকেই তোমরা এর সঠিক ব্যবহার করো না। কোনো নতুন অচেনা Word পেলেই Mobile Dictionary ব্যবহার করে সেই শব্দের মানে, সেই শব্দের নিকটবর্তী মানে বহন করে এমন অন্যান্য শব্দ, Opposite Word সব তথ্যই তুমি পেয়ে যাবে।

বাড়িতে দাদা, দিদি, ভাই, বোন, বন্ধুদের সঙ্গে অল্প অল্প করে ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করা উচিত। ভুল হলে হোক। তবে এতেই ধীরে ধীরে তোমাদের ভুলগুলো ঠিক করতে পারবে এবং অবশ্যই তোমাদের Self confidence বাড়বে। বন্ধুদের মধ্যে একটা group তৈরি করো যেখানে সবাই ইংরেজিতে কথা বলা চর্চা করবে। এভাবে ধীরে ধীরে বাক্য গঠনের ভুলগুলো দূর হবে। এখন থেকেই যদি চেষ্টা করো তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই দেখতে পাবে যে ভয় অনেকটাই দূর হয়েছে। বরং ইংরেজির প্রতি আগ্রহ তোমার আরও বেড়ে যাবে। এছাড়াও নিজের খাতায় Diary লেখার অভ্যাস করো। অর্থাৎ প্রতিদিন কী করো তা একটা খাতায় ইংরেজিতে লেখো এবং Teacher–কে দিয়ে তা Check করাও। ভুল হবে এবং ভুলগুলো তুমি শুধরে নিতে পারবে। কিন্তু এটা একটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। এতে তোমার নিজের মনের কথা ইংরেজিতে প্রকাশ করার দক্ষতা বাড়বে। কাজেই পরীক্ষায় তোমার Writing skill common না এলেও তোমার আর ভয় থাকবে না, কারণ তুমি তখন বানিয়ে ঠিকই লিখতে পারবে। তোমার আগ্রহ, অধ্যবসায় এবং ইংরেজির প্রতি ভালোবাসাই তোমাকে শেষে লাভবান করবে।

দ্বাদশ শ্রেণি ঃ হিসাবশাস্ত্র

অংশীদারি কারবার

সুব্রত বসু, শিক্ষক
বেলাকোবা উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

ছাত্রছাত্রীরা যারা দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছ এবার তাদের লক্ষ্য উচ্চমাধ্যমিক। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে নেমে পড়ো মূল লক্ষ্যের দিকে। প্রথমেই বলে রাখি, প্রশ্নপত্রের Part–B অংশটি মূলত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানকেন্দ্রিক, তাই আমি তোমাদের সুবিধার্থে দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম অধ্যায় 'অংশীদারি কারবার'–এর বাস্তবিক গঠন সংক্রান্ত তথ্য ও অংশীদারি চুক্তিপত্র নিয়ে আলোচনা করছি।

"Partnership" শব্দটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। একমালিকি কারবারের বিভিন্ন অসুবিধা লক্ষ করায় অংশীদারি সহ অন্যান্য কারবারের সৃষ্টি হয়। অংশীদারি কারবার মূলত কতিপয় সদস্য নিয়ে গঠিত হয় যাঁদের উক্ত কারবারের অংশীদার বলা হয়। এরা নিজেদের মধ্যে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগ করে কারবার শুরু করে ও পরিচালনা করতে থাকে। এক্ষেত্রে সদস্যসংখ্যা বা অংশীদার সংখ্যা 2–20 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 1932 খ্রিঃ এপ্রিল মাসে ভারতে সর্বপ্রথম অংশীদারি আইন প্রবর্তিত হয়। যা কার্যকরী রূপ নেয় 1.10.1932 –এ।

অংশীদারি আইনে অংশীদারদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, অংশীদার হল একাধিক ব্যক্তির সমন্বয় যাঁরা মুনাফা বণ্টনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কারবারি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন ও সকলের হয়ে একজন বা দুজন কারবার পরিচালনা করেন।

এই প্রসঙ্গে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অংশীদারদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। অংশীদাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে লিখিত বা মৌখিক চুক্তি সম্পাদন করে যা অংশীদারি চুক্তিপত্র নামে পরিচিত। এই চুক্তিপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তবে চুক্তিপত্র অবশ্যই লিখিত হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে লিখিত চুক্তিপত্রের সাহায্যে আইনের দ্বারস্থ হওয়া যায়। যদি কোনো কারণে এই চুক্তিপত্র অংশীদাররা না তৈরি করেন তবে অংশীদারি আইনের 13 নম্বর ধারা প্রয়োগ করতে হয়। মজার বিষয়, এই প্রকার কারবারের আইনের চোখে কোনো পৃথক সত্ত্বা নেই।

আশা করছি ছাত্রছাত্রীরা উপরে আলোচ্য বিষয় থেকে লাভবান হবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

পাঠক্রম অনুযায়ী দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে এই অধ্যায় থেকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ধারণা দানের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সঙঘমিত্রা চৌধুরি
সহকারী অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়
কোচবিহার

মানুষের মৌলিকত্ব নির্ভর করে তার স্বাধীনতা ও সুদৃঢ়তার প্রতি আকাঙক্ষার ওপর। কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই স্থিতিশীল বা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না যতক্ষণ না বিভিন্ন স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির প্রয়োজন বা চাহিদাকে অনুধাবন করতে অথবা মেটাতে পারে। উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসনই হল উন্নয়ন ও দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ হল মূল চাবিকাঠি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনই হল ত্রিস্তর বিশিষ্ট (কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয়) শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। প্রতিষ্ঠান হিসাবে পঞ্চায়েত–'পাঁচ সদস্যের সভা' বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকালে এটি তার কার্যকারিতা হারায়। বিংশ শতাব্দীতে গান্ধিজি গণতন্ত্রের ভীত হিসাবে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দেন।

স্বাধীনোত্তর সময়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কার্যকরী সংস্থা হিসাবে প্রণয়ন করেছিল যা গ্রামীণ এলাকাগুলিতে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব করবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিছু বিশেষ সুপারিশ করে যাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনেকখানি বেড়ে যায়।

(১) ব্যাপক হারে গ্রামীণ পরিকল্পনা গ্রহণ।

(২) একটি ন্যায়সংগত ও সমন্বিত সামাজিক কাঠামো নির্মাণ।

(৩) গ্রামীণ সমাজের দ্রুত উন্নয়ন প্রক্রিয়া সহজতর করতে নতুন ও উদ্যোগী নেতৃত্বের বিকাশ সাধন এবং

(৪) বিভিন্ন গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও জাতীয় সেবাপ্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলিতে উন্নয়নমূলক জনশাসন ব্যবস্থা প্রচলন করা।

বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি ১৯৫৭ সালে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জেলাপরিষদ গঠন সম্পর্কে সুপারিশ করে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বহুদিন ধরেই প্রচলিত ছিল। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে বিধানসভায় পঞ্চায়েত বিলের একটি খসড়া পেশ করা হয়। দ্বিস্তর পঞ্চায়েত –গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ স্তরে এবং অঞ্চল পঞ্চায়েত কেন্দ্রীয় স্তরে স্থাপিত হয়। ১৯৬৩ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে জেলাপরিষদ আইন পাস করা হয়। এই আইন চারটি স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত প্রচলন করে। জেলাস্তরে জেলাপরিষদ, ব্লকস্তরে আঞ্চলিক পরিষদ, গ্রামস্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও গ্রাম পঞ্চায়েত –এই দুটির মধ্যবর্তী পর্যায় হল অঞ্চল পঞ্চায়েত যা এদের যৌথ কমিটি হিসাবে কাজ করে। তবে ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কোনো সুস্পষ্ট কার্যকারিতা দেখা যায় না। ১৯৭৩ সালে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত হয়। ১৯৭৮ সালে প্রথম প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৃণমূল স্তরে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯১ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে সংবিধানে একাদশ তপশিল যুক্ত করা হয়। এতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গঠন কার্যাবলি ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২৪ এপ্রিল এই আইনটি সারা ভারতবর্ষে কার্যকর করা হয়। ৭৩তম সংশোধন আইনটির সঙ্গে সংগতি রেখে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনটিকেও পরিবর্তন করা হয়।

নিম্নলিখিতভাবে আমরা ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আলোচনা করতে পারি ঃ–

গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ– বর্তমান আইনে প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের কথা বলা হয়েছে। পাঁচ–ত্রিশজন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের সকল সদস্যই প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তপশিল জাতি ও উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য ন্যূনতম এক–তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। নির্বাচনের পর পঞ্চায়েতের প্রথম সভা আহ্বান করে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। এই সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন 'প্রধান' এবং একজন 'উপপ্রধান' নির্বাচিত করেন। মাসে অন্তত একবার গ্রাম পঞ্চায়েতের সভার বৈঠক আহ্বান করা বাধ্যতামূলক।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ– গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গ্রাম উন্নয়ন। (১) পানীয় জল সরবরাহ (২) জনস্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ (৩) মহামারি প্রতিরোধ (৪) জলনিষ্কাশন (৫) রাস্তাঘাট তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা (৬) পঞ্চায়েতের অধীন ঘরবাড়ি, সম্পত্তি সংরক্ষণ (৭) পশুচারণ ভূমি, শ্মশানঘাট ও কবরস্থান সংরক্ষণ (৮) ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন ও নিজস্ব তহবিল নিয়ন্ত্রণ করা। এই কাজগুলি হল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক কাজ। এছাড়া রাজ্য সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেচভূমি, বৃক্ষরোপণ সেচভূমি, কুটিরশিল্প স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে দায়িত্ব অর্পণ করে। রাস্তাঘাট আলোকিত করা, নলকূপ ও হাটবাজার নির্মাণ, পাঠাগার ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠান, চুরি, ডাকাতি প্রতিরোধ ইত্যাদি হল এর স্বেচ্ছাধীন কাজ।

আয়ের উৎস ঃ– গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস হল–কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুদান, সাহায্য ও ঋণ। এছাড়া জমি ও বাড়ির কর, পেশা ও বৃত্তি ফি, জনগণ ও প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও জরিমানা থেকে প্রাপ্ত অর্থ। সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ অর্থও এর আয়ের উৎস।

গ্রামসভা ঃ– স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি হল একটি রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং স্বাধীনতার মূল সত্তা। গ্রামসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। গ্রামসভাই গণতান্ত্রিক ক্ষমতার সফলতম প্রয়োগ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম অধিগ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এর মূল লক্ষ্য।

গ্রামসভার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনি কেন্দ্রের ভোটদাতাদের নিয়ে গ্রামসভা গঠিত হয়। বছরে দুবার মে ও নভেম্বর মাসে এর অধিবেশন বসে। বার্ষিক সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট ও কাজকর্মের রিপোর্ট এবং ষাণ্মাসিক সভায় হিসেব পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা ও বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। গ্রামসভা গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল তৃণমূল স্তরের প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে এবং সহযোগিতার মাধ্যমে একটি ন্যায়সংগত সর্বাঙ্গীন, আত্মনির্ভরশীল, স্বচ্ছ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

ন্যায় পঞ্চায়েত ঃ– ন্যায় পঞ্চায়েত হল বিচার সংক্রান্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। স্বল্পব্যয়ে ও দ্রুত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ন্যায়বিচারের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এটি গঠিত হয়েছে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট মণ্ডলী গঠন করে সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন প্রধান বিচারক নির্বাচিত করেন। ন্যায় পঞ্চায়েতের কাছে কোনো মামলা পেশ হওয়ার পর যদি মামলাটি বিচারের উপযুক্ত বলে স্থির হয় তবে সমন জারি করে অভিযুক্তকে লিখিত বা মৌখিক নালিশের জবাবদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। ন্যায় পঞ্চায়েত গ্রামীণ এলাকায় উচ্চতর আদালতের মামলার চাপ অনেকখানি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতি ঃ– পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তর হল পঞ্চায়েত সমিতি। সমিতির পদাধিকারী সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন–গ্রাম প্রধানরা, বিধানসভা লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য ও এলাকার মন্ত্রীগণ, প্রতিটি ব্লক থেকে নির্বাচিত জেলাপরিষদের সদস্যরা (সভাপতি ও সহসভাপতি বাদে)। নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে রয়েছেন গ্রামগুলি থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন করেন। এদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। মাসে অন্তত একবার সমিতির সভা আহ্বান করা হয়।

কার্যাবলি ঃ– পঞ্চায়েত সমিতির কতগুলি স্থায়ী কমিটি থাকে যেমন–অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রশিল্প প্রভৃতি। ব্লক এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই সমিতির প্রধান কাজ। তাছাড়া সমিতি স্বাধীনভাবে কৃষি, কুটিরশিল্প, সমবায় জলসরবরাহ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ওপর পদক্ষেপ নিতে ও অর্থসাহায্য করতে পারে। রাজ্য সরকারের অনুদান সমিতির প্রধান আয়ের উৎস।

জেলাপরিষদ ঃ– ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর হল জেলাপরিষদ। পদাধিকারবলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা জেলাপরিষদের সদস্য হয়ে থাকেন। এছাড়া লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিধানসভার সদস্যরাও জেলাপরিষদের সদস্য হতে পারেন। প্রতিটি ব্লক থেকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে দুইজন করে সদস্য এখানে নির্বাচিত হন। তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। নির্বাচনের পর পরিষদের প্রথম সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাধিপতি এবং একজনকে সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন করেন। জেলাপরিষদের কার্যনির্বাহক রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। পশ্চিমবঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই পদে নিযুক্ত হন। জেলাপরিষদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর, তবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকার আরও ৬ মাস এর মেয়াদ বাড়াতে পারে।

কার্যাবলি ঃ– জেলাপরিষদের কতগুলি স্থায়ী কমিটি রয়েছে যাদের মাধ্যমে পরিষদের কাজ সংগঠিত হয়। বর্তমানে এই স্থায়ী কমিটিগুলির সংখ্যা ১০। (১) অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (২) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ (৩) পূর্ত ও পরিবহণ (৪) কৃষি, সেচ ও সমবায় (৫) শিক্ষা–সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া (৬) ক্ষুদ্রশিল্প ও ত্রাণ (৭) বন ও ভূমি সংস্কার (৮) মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ (৯) খাদ্য সরবরাহ (১০) বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি এবং রাজ্য সরকারের অনুদানে অন্য যেকোনো স্থায়ী কমিটি গঠিত হতে পারে।

প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সমিতি রচিত প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা জেলাপরিষদের প্রধান কাজ। কৃষি, কুটিরশিল্প, জলসরবরাহ, সেচ, হাসপাতাল, সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থসাহায্য করে থাকে। জেলাপরিষদ রাজ্য সরকারের অনুদান ও ঋণের ওপর নির্ভরশীল।

জানো কি ?

- ভারতবর্ষে প্রতিবছর ২৪ এপ্রিল 'জাতীয় পঞ্চায়েত দিবস' পালিত হয়।
- রাজস্থানের নাগৌর (Nagaur) জেলাতে ১৯৫৯ সালের ২ অক্টোবর প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গৃহীত হয়।
- ভারতবর্ষ ছাড়াও আরও যে দেশগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে–পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো।
- ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকার দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়।
- ভারতবর্ষের মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা হল ২৫০,০০০ (২.৫ লক্ষ) যারা 'ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া' উদ্যোগের আওতাধীন।

উচ্চমাধ্যমিক ঃ গণিত

সেট তত্ত্ব

সুশান্ত দাস, শিক্ষক
নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল
শিলিগুড়ি

* সেট ঃ সংজ্ঞাত পৃথক উপাদানসমূহকে একত্রে সেট বলা হয়। ধরে নেওয়া যাক, একটি বিদ্যালয়ে 400 জন ছাত্রছাত্রী আছে, এখানে বিদ্যালয়কে ছাত্রছাত্রীর সেট বলা যাবে। সেটকে আমরা নানারকমভাবে প্রকাশ করতে পারি। আমাদের চারপাশের নানা উপাদানকে একত্রে সেট হিসাবে প্রকাশ করতে পারি।

সেট দু–রকমের হতে পারে। যেমন–সসীম সেট এবং অসীম সেট।

* সসীম সেট ঃ যে সকল সেটে সসীম সংখ্যক পদ থাকবে তাকে আমরা সসীম সেট বলব। এককথায় বলতে গেলে যদি আমরা সেটের পদসংখ্যা গণনা করতে পারি তবে সেই সেটকে সসীম সেট বলা হবে।

যেমন –একটি ব্যাগে 5টি বই আছে। এখানে বইয়ের সংখ্যা আমরা গণনা করতে পারছি, সুতরাং এখানে ব্যাগটি একটি সসীম সেট।

* অসীম সেট ঃ যে সকল সেটের পদসংখ্যা সসীম নয় তাকে অসীম সেট বলা হয়। যদি কোনো সেটের পদসংখ্যা আমরা গণনা করতে না পারি, তবে সেই সেটকে আমরা অসীম সেট বলব।

যেমন ঃ i) সকল মৌলিক সংখ্যার সেট একটি অসীম সেট।

ii) সকল বাস্তব সংখ্যার সেট একটি অসীম সেট।

iii) স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $\{1, 2, 3, 4, \ldots\}$ একটি অসীম সেট।

iv) পূর্ণসংখ্যার সেট একটি অসীম সেট।

v) মূলদ সংখ্যার সেট একটি অসীম সেট।

vi) অমূলদ সংখ্যার সেট একটি অসীম সেট।

* শূন্য সেট (Empty Set) ঃ যে সকল সেটে কোনো উপাদান থাকে না তাকে শূন্য সেট বলা হয়।

উদাহরণ ঃ সকল স্বাভাবিক জোড় সংখ্যার সেট যার উপাদান 8–এর থেকে বড়ো ও 10–এর ছোটো, এটি একটি শূন্য সেট। কারণ আমরা জানি 8–এর থেকে বড়ো ও 10–এর থেকে ছোটো একমাত্র স্বাভাবিক সংখ্যাটি হল 9 এবং এটি একটি জোড় স্বাভাবিক সংখ্যা নয়। সুতরাং এই সেটটির মধ্যে কোনো উপাদান নেই, তাই এটি একটি শূন্য সেট। একে $\emptyset$ অথবা $\{\ \}$ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

* সমান সেট (Equal Set) ঃ দুটি সেট A ও B কে আমরা সমান সেট বলব যদি A–এর প্রতিটি উপাদান B–এর মধ্যে থাকে ও B–এর প্রতিটি উপাদান A–এর মধ্যে থাকে। ধরা যাক, একটি ব্যাগে 3টি পুস্তক রাখা আছে এবং দ্বিতীয় ব্যাগে অনুরূপ 3টি পুস্তক রাখা আছে। এখানে প্রথম ব্যাগের পুস্তক দ্বিতীয় ব্যাগে আছে ও দ্বিতীয় ব্যাগের প্রতিটি পুস্তক প্রথম ব্যাগে আছে। এই প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাগের সেটকে সমান সেট বলা হবে।

* সমতুল্য সেট (Equivalent Set) ঃ দুটি সেটকে আমরা সমতুল্য সেট বলব যদি দুটি সেটের উপাদানের সংখ্যা একই হয়। উপাদানগুলি ভিন্ন রকমের হলে কোনো অসুবিধা নেই, উপাদানগুলি একও হতে পারে, ভিন্নও হতে পারে।

উদাহরণ ঃ প্রথম বাড়িতে 4 জন লোক বসবাস করে ও দ্বিতীয় বাড়িতেও 4 জন আলাদা লোক বসবাস করে। এখানে দুটি বাড়িই হল 4 জন লোকের সেট। এখানে দুটি বাড়ির লোক আলাদা হলে তাদের সংখ্যা এক। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় বাড়ি সমতুল্য সেট।

* উপসেট (Subset) ঃ একটি সেট A কে B সেটের উপসেট বলব যদি A সেটের প্রত্যেকটি উপাদান B সেটের মধ্যে থাকে। আমরা A কে B–এর উপসেট হিসাবে লিখে থাকি।

উদাহরণ ঃ একটি বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণিতে 50 জন ছাত্র আছে এবং বিজ্ঞান বিভাগে 20 জন ছাত্র আছে। সুতরাং বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ শ্রেণির ছাত্রের সেট সমস্ত একাদশ শ্রেণির ছাত্রের সেটের উপসেট।

* যথার্থ উপসেট (Proper Subset) ঃ যদি A সেট B সেটের উপসেট হয় এবং $A \neq B$ হয় তবে আমরা A কে B–এর যথার্থ উপসেট বলব। যেকোনো সেট নিজে নিজের উপসেট এবং শূন্য সেট যেকোনো সেটের উপসেট হয়।

* অধিসেট (Super set) ঃ A কে যদি B– এর উপসেট বলা হয় তবে B কে A–এর অধিসেট বলা হবে।

* সার্বিক সেট (Universal set) ঃ আমরা যে অঙ্কের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তার উপাদানগুলি দিয়ে তৈরি প্রতিটি সেট যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট সেটের উপসেট হয় অর্থাৎ অঙ্কের প্রতিটি উপাদান যদি এই নির্দিষ্ট সেটের মধ্যে থাকে তবে এই নির্দিষ্ট সেটকে সার্বিক সেট বলা হয়।

উদাহরণ ঃ আমরা যদি বাস্তব সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করি তবে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট, পূর্ণসংখ্যার সেট, মূলদ সংখ্যার সেট, অমূলদ সংখ্যার সেট প্রত্যেকের উপাদানই বাস্তব সংখ্যার সেটের মধ্যে আছে। সুতরাং এখানে বাস্তব সংখ্যার সেট হল সার্বিক সেট।

* Singleton set ঃ যদি কোনো সেটে একটি মাত্র উপাদান থাকে, তবে সেই সেটকে Singleton Set বলা হয়। যেমন একটি বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিতে 1 জন ছাত্রী আছে, তবে সেই শ্রেণির ছাত্রীর সেটকে Singleton সেট বলা হবে।

* Power set ঃ A একটি সেট, A–এর Power সেট বলতে এমন সেটকে বোঝায় যার মধ্যে A–এর প্রত্যেকটি উপসেট আছে।

ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের পাঠ্য বিষয়ে অসুবিধা বা প্রস্তুতিজনিত যে কোনো সমস্যার সম্পর্কে জানাতে পারো। সঙ্গে তোমাদের নাম, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলার নাম লিখবে। E-mail : porasona123ubs@gmail.com